মুজিবনগরে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে র্যালী,পোনা অবমুক্তকরন ও আলোচনা সভা

মুজিবনগরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে র্যালি,জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরন ও আলোচনা সভা করেছে মুজিবনগর সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিস।

রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মৎস্য সপ্তাহের ২য় দিনে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালিটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

র্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়মে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকারের সন্চালনায় অন্যদের মুজিবনগর থানার পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত) শরিফুল ইসলাম,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্স এর আবাসিক মেডিকেল অফিসার(আরএমও) ডাঃ মাহমুদুর রহমান শিমুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ভবরপাড়া মিশন পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরনের মধ্যে দিয়ে মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর মৎস্য খামারে রেণু

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার ২৭ শতাংশ

নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, জনবল-সংকটসহ নানা সমস্যা নিয়ে মেহেরপুর জেলায় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ পালিত হচ্ছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ে এক মতবিনিমিয় সভার মধ্য দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জেলা মৎস্য অফিসার রোকনুজ্জামান বলেন, মেহেরপুর জেলায় ১৩ হাজার ৯৯৫ মেট্রিক টন মাছের চাহিদা থাকলেও সেখানে উৎপাদন হচ্ছে ১৩ হাজার ৮২২ মেট্রিক টন মাছ।

জেলায় এ বছর ১৭৩ মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি থাকলেও অন্যান্য বছরেও ঘাটতি থেকে যায়। গত বছর এই মাছে ঘাটতি ছিল প্রায় সাড়ে ৪শ মেট্রিক টন।

এদিকে মেহেরপুরে সরকারীভাবে দুটি পোনা রেনু উৎপাদন কেন্দ্র থাকলেও সেগুলো কাজে আসছেনা মৎস্য চাষীদের। মেহেরপুর মৎস্য অফিস চত্তরের হ্যাচারীটি আইরনের কারনে ও গাংনীর হ্যাচারীটি দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে অকেজো হয়ে গেছে এমন অভিযোগে রেনু পোনা উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সরকারী হ্যাচারির ৮টি পুকুরে মাছ চাষ করে সরকারী ফান্ডে সামান্য অর্থ জমা দিয়ে পকেট ভারী করছেন দায়ীত্বে থাকা কর্মকর্তারা।

এদিকে গাংনী সরকারী হ্যাচারিটির যায়গা বেহাত হয়ে পড়লেও জেলা ও গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিস রয়েছে উদাসিন। গাংনী সরকারী হ্যাচারিটি যেমন কর্তৃপক্ষের অযত্ন আর অবহেলায় বিলিন হতে চলেছে। সেই সাথে এক শ্রেনীর অসাধু লোকজন সেটি দখল নিতেও মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে বেহাত হয়ে পড়েছে মৎস্য হ্যাচারিটি।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্র জানায়, জেলা মৎস্য অফিসার, একজন অফিস সহকারী ও একজন অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) দিয়েই চলছে মেহেরপুর জেলা মৎস্য অফিসের কার্যক্রম। অফিসের সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সহকারী

পরিচালক, উপসহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষক ও অফিস সহকারীর পদগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ শুণ্য রয়েছে।

এছাড়া সদর উপজেলা মৎস্য অফিসের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার, গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসের সহকারী মৎস্য অফিসার, উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার, ফিল্ড অফিসার ও মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসারের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শুণ্য রয়েছে।

সূত্রটি আরো জানায়, মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৭টি, গাংনী উপজেলায় ২ টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ১ টি বীল বাওড়সহ ৫৭৯২.০৮ হেক্টর আয়তনের ৫৩৮৭ টি জলাশয় রয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা মৎস্য অফিস সংলগ্ন ১০ একর জমির উপর গড়ে ওঠা মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারটিতে এখন রেনু ও পোনা উৎপাদন হয়না। দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে পোনা উৎপাদন। পানিতে অতিরিক্ত আইরন থাকায় কারন দেখিয়ে খামারটি বন্ধ রাখা হয়েছে। এখানে বীজ রেনু পোনা উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলে জানালেন জেলা মৎস্য অফিসার।

তবে খামার ব্যবস্থাপক ইকবাল শরীফ বলেন, এখানেও পোনা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। তবে সেটি লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৭ শতাংশ। তিনি বলেন, ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই খামারের রেনু ও পোনা জন্য সরকারী বর্দ্দা ছিল ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকা। সেখানে আমি রেনু ও পোনা বিক্রি করে সরকারী কোষাগারে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৬০০ টাকা জমা দিয়েছি।

অপরদিকে গাংনী উপজেলা মৎস্য অফিসের তত্বাবধানে গ্রামীণ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারটির কোনো খোঁজ খবর নেননা মৎস্য অফিসের কর্মকর্তারা। মৎস্য অফিসের অবহেলা আর অবব্যবস্থাপনার জন্য খামারটি এখন বেহাত হয়ে রয়েছে। অথচ, এক সময় এই সরকারী হ্যাচারী দুটি থেকে জেলার মৎস্য চাষীদের রেনু পোনার চাহিদার অধিকাংশই দেওয়া হতো।

মৎস্য হ্যাচারি দুটির আবাসিক ভবনসহ বিভিন্ন উপকরণ ও মেসিনগুলো খোঁজ খবর ও লোকবল না থাকায় ভবন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এছাড়া, পুকুরের পাড়গুলোও ভেঙে গেছে। বছরের বেশির ভাগ সময় পুকুরগুলোয় পানি-সংকট থাকে।

গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের মাছ চাষী জাফিরুল ইসলাম জানান, আমার ৭ টি পুকুর আছে। আমি যশোর চাঁচড়া থেকে রেনু পোনা নিয়ে

আসতে হয়।

একই গ্রামের আব্দুল মুনতাজ আলী বলেন, সরকারীভাবে রেনু পেলে এলাকার অনেক মাছ চাষীর সময় ও খরচ বাচানো যেতো। এছাড়া মান সম্মত রেনু পোনা পেতাম।

মাছ চাষী আব্দুল মতিন বলেন, আমার প্রায় ২৫ টি পুকুর রয়েছে। আমি যশোর ও ময়মনসিংহ থেকে রেনু পোনা এনে চাষ করি। মেহেরপুর জেলাতে দুটি সরকারী মৎস্য হ্যাচারি রয়েছে। অথচ, সেখানে পোনা উৎপাদন করা হয়না।

ময়নাল হোসেন ও আব্দুল হালিম জানান, জেলায় মাছের চাহিদার সিংহভাগ ষোলটাকা গ্রামে উৎপাদিত হয়। মৎস্য গ্রাম খ্যাত ষোলটাকা গ্রামে প্রায় ৩ হাজার পুকুর রয়েছে। এখানকার সব মাছ চাষী যশোর ও ময়মনসিংহ থেকে রেনু পোনা কিনে এনে চাষ করছেন। জেলার সরকারী মৎস্য হ্যাচারি দুটি থেকে মাছ চাষীদের অধিকাংশ চাহিদাই মেটানো সম্ভব। মৎস্য অধিদপ্তরের অবহেলা আর অব্যবস্থাপনার জন্য হ্যাচারি দুটিতে আজ রেনু পোনা উৎপাদন বন্ধ। জেলার হাজার হাজার মৎস্য চাষী রেনু পোনা নিয়ে বেকায়দায়।

নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক, কয়েকজন মাছ চাষী বলেন, প্রকৃত মাছ চাষিরা সরকারী পোনা পায়না। চাষি নন এমন লোকও সরকারী পোনা পাচ্ছেন। মৎস্য অফিসের এসব অনিয়ম ও জনবল সংকট দূর হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে এবং সরকারী হ্যাচারি দুটি ঐতিহ্য ফিরে আসবে বলে মনে করছেন তারা।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: রোকনুজ্জামান বলেন, জনবল সংকটের কারনে, জেলা মৎস্য অফিসের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। সব কাজ সুচারুরুপে করা সম্ভব হচ্ছেনা। জেলা মৎস্য অফিসের এই জনবল-সংকটসহ নানা সমস্যার কথা বারবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

চুয়াডাঙ্গার তেঁতুল শেখ কলেজের ফান্ডের টাকা সভাপতির পুত্রবধূ ও মেয়ে নামে

চুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জের তেঁতুল শেখ কলেজের অধ্যক্ষের নির্যাতন ও ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতে অভিযুক্ত সভাপতি আবদুল্লাহ শেখ, বহাল তবিয়তে আছেন।

ঘটনার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে ঐ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তিনি নিয়মের বহির্ভূতভাবে কলেজের ফান্ড থেকে যে ৬০ লাখ টাকা সরিয়ে নিয়ে নিজের মেয়ে ও পুত্রবধূর নামে সঞ্চয়পত্র কিনে ব্যাংকে রেখেছেন।

এ বিষয়ে তেঁতুল শেখ কলেজের অধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত একটি পত্র যশোর শিক্ষা বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। জানা যায়, কলেজের সভাপতি আবদুল্লাহ শেখ দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে শিক্ষক-কর্মচারীদের নির্যাতন করে আসছিলেন। পরে অধ্যক্ষ মারুফুল হক কেউ, তিনি নির্যাতন ও গালিগালাজ করেন।

গত ১৪ জুন বিষয়টির একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হলে কলেজের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে মাঠে নামেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা গত ১৫ জুন সভাপতির অপসারণ দাবি তুলে মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেন।

সেই সময়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূঁইয়ার আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করা হয়েছিলো। অধ্যক্ষ মো. মারুফুল হক জানান, সভাপতি আবদুল্লাহ শেখ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে শিক্ষক-কর্মচারীদের নানাভাবে নির্যাতন করতেন। অনৈতিক সুবিধা দিতে বাধ্য করতেন।

এ ছাড়াও তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কলেজের ফান্ড থেকে ৬০ লাখ টাকা সরিয়ে নিয়ে নিজের নিকটাত্মীয়দের নামে ব্যাংকে রেখেছেন। সভাপতি কলেজের ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই অধ্যক্ষকে চেক সই করতে বাধ্য করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ১৩ জুন কলেজের একাউন্ট থেকে ৬০ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ঐ দিনই সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সরোজগঞ্জ শাখায় সভাপতি আবদুল্লাহ শেখের মেয়ে ফারহানা ইয়াছমিন ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ফারজানা সুলতানা, বড় ভাইয়ের পুত্রবধূ আছিয়া খানম ও আর্জিনা রহমানের নামে ১৫ লাখ টাকা করে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা হয়েছে।

অভিযোগের বিষয়ে সভাপতি আবদুল্লাহ শেখ বলেন, কলেজ অধ্যক্ষ আমার নামে শিক্ষা বোর্ডে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।প্রশাসনিক তদন্ত শেষে বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। ৬০ লাখ টাকা আত্মসাতের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি কোনো টাকা আত্মসাৎ করিনি। কলেজের স্বার্থেই অলস পড়ে থাকা টাকাগুলো আমার পরিবারের সদস্যদের নামে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা হয়েছে। এ বিষয়ে রেজুলেশন আছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূঁইয়া বলেন, কলেজ অধ্যক্ষ শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ করায় শিক্ষা বোর্ড জেলা প্রশাসক মহোদয়কে লিখিতভাবে তদন্তের জন্য চিঠি দিয়েছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য ইতোমধ্যে আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণের সিদ্ধান্তও হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত চিঠি আমার হাতে পৌঁছাতে পারে। চিঠি পাওয়ার পর আমি যথাযথভাবে আমার দায়িত্ব পালন করব।

জীবননগরে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

জীবননগরে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছ। শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর আয়োজনে মৎস্য অফিসের কার্যালয়ে এ মতবিনিময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা মৎস্য অফিসার দ্বীন ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র, সাপ্তাহিক জীবননগর বার্তার সম্পাদক শামসুল আলম, জীবননগর

প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্চল, সাংবাদিক জামাল হোসেন খোকন, মিঠুন মাহমুদ, মাজেদুল মিলটন, লিটন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস পালিত হয়েছে।সরকারী সেবা প্রাপ্তি সকলের নাগরিক অধিকার। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস-২০২২ উপলক্ষে শনিবার র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাজিয়া আফরীন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাজিয়া আফরীন বলেন- সরকারী সেবা প্রাপ্তি সকলের নাগরিক অধিকার। তাই সেবা দানের ক্ষেত্রে সকলকে আন্তরিক হতে হবে। জনকল্যানে সরকারী কর্মিরা নানাভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। কোনো নাগরিক যাতে কোনো দপ্তরে গিয়ে হয়রানির শিকার না হয় সে জন্য সরকারী কর্মকর্তারা সর্বদা সচেতন রয়েছে। আগামীতে জনসেবায় আরো অবদান রাখতে আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরাফাত রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামিম ভুইয়া, এসময় আরো বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা

সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পুলিশ দেখে মোটরসাইকেল ও ফেনসিডিল ফেলে পালালো তারা

পুলিশ দেখে ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে গেলেন দুই মাদক কারবারী। পরে ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৬৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও তাদের ব্যবহৃত একটি ডায়াং ফিফটি মোটরাসাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ।

আজ শনিবার (২৩ জুলাই) সকালের দিকে গাংনী উপজেলার রামনগর বাজারের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি টীম ফেনসিডিল পাচারের গোপন সংবাদ পেয়ে রামনগর গ্রামের মোড়ে অবস্থান নেন।

পরে (ঢাকা-মেট্রো-২-৩৩-৩১২১) একটি হিরোহোন্ডা মোটরসাইকেল দুই জন আরোহীসহ আসতে দেখে সিগন্যাল দেয় পুলিশ। দুর থেকে পুলিশ দেখে রাস্তার উপর মোটরসাইকেল ও ফেনসিডিল ফেলে মাঠের মধ্যে নেমে পালিয়ে যায় ফেনসিডিল কারবারীরা। পরে ৬৬ বোতল ফেনসিডিল ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করে পুলিশ।

এঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা রুজ্জু করা হয়েছে।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও এলাকায় মাইকিংয়ের মধ্যদিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও মৎস্য কমিটির সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার,কৃষিবিদ নজরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, কাজী মৃদুল,সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন খান,ও আব্দুলা বাশার।

মংস্য কর্মকর্তা বলেন,প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। যা চলবে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। এরমধ্যে প্রতিদিনই রয়েছে বিভিন্ন কর্মসুচি। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও মাইকিংয়ের মধ্যদিয় এ সপ্তাহের শুরু হয়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩জুলাই)

সকালে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যের ওপর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউএনও সুস্মিতা সাহা।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান,সমাজসেবা কর্মকর্তা শিউলি রানী, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানা, মৎস্য কর্মকর্তা নান্নু রেজা, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মেজবাহুন জান্নাত, প্রেস ক্লাব সভাপতি এম, সাইফুজ্জামান তাজুসহ মিডিয়াকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে ওই দপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী নানা কার্যক্রম সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

‘ ‘নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ,বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’’ এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মেহেরপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ শনিবার বেলা ১১ টার সময় জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা জাকির হোসেন, জেলা মৎস্য খামার ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন।

এছাড়াও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু, জেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী মেহেদী হাসান, ফিল্ড সহকারী (ফার্ম) বদরুল আলম, সদর ফিল্ড সহকারী (ফার্ম) ফজলুল

হক, অফিস সহকারী জুলিয়া খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ দেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ আসামী গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে একজন আদালতের পরোয়ানভূক্ত আসামীসহ নিয়মিত মামলায় ৪ আসামী গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযানে নিয়মিত মামলায় ১ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (২৩ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত ২৪ ঘন্টার অভিযানে এসব আসামী গ্রেফতার হয়। এসময় মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় ২ টি ও মুজিবনগর থানায় ১ টি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের শনিবার (২৩ জুলা্ই) লতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশের সুপারের কন্ট্রোল রুম।